অন্নদাশঙ্কর রায়

জীবনপঞ্জি

জন্ম ঃ ১৯০৪ সালের ১৫ই মার্চ, উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্য ঢেঙ্কানলে।

পিতা --- নিমাই চরণ রায়, মাতা --- হেমনলিনী দেবী।

শিক্ষা ঃ ম্যাট্রিকুলেশন ১৯২১ সালে ঢেঙ্কানল হাইস্কুল থেকে; ইন্টারমিডিয়েট ১৯২৩ সালে, র‍্যাভেনশ কলেজ থেকে মানবিকবিদ্যা বিভাগে প্রথম; বি. এ. ১৯২৫ সালে, ইংরেজি (সাম্মানিক), প্রথম শ্রেণীতে প্রথম পাটনা কলেজ ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৯২৭ সালে আই. সি. এস. পরীক্ষায় প্রথম, ইংল্যান্ডযাত্রা। লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজ, কিংস কলেজ, লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স এবং লন্ডন স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিস-এ অধ্যয়ন। ছুটিতে ছুটিতে ইউরোপ ভ্রমণ।

চাকুরীজীবন ঃ ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবায় যোগদান ১৯২৯ সালে। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৭ --- ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডিস্ট্রিক্ট জজ হিসেবে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলায় অবস্থান। ১৯৪৯-৫০-এ এগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স-টাইবুনাল-এর সভাপতি; ১৯৪৭ এবং ১৯৪৯-৫০-এ পশ্চিমবঙ্গের ওয়ার্কমেনস কমপেনসেশন-এর কমিশনার। ১৯৫০-এ পশ্চিমবঙ্গের জুডিসিয়াল সেক্রেটারি এবং কলকাতা হাইকোর্টের লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্নে তাদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে চাকুরি থেকে পদত্যাগ।

বিবাহ ঃ ১৯৩০- এ মার্কিন কন্যা অ্যালিস ভার্জিনিয়া অর্নডোর্ফকে। বিবাহের পর নতুন নাম লীলা রায়। ১৯৯২ সালে শ্রীমতী রায়ের প্রয়াণ।

সাহিত্য জীবন ঃ ছাত্রজীবনের শুতে ওড়িয়া ও বাংলা --- দুই ভাষাতেই গদ্য ও পদ্য রচনা শু করেন অন্নদাশঙ্কর। বস্তুত সেই সময়ে তিনি দ্বিধায় ছিলেন কোন ভাষাতে সাহিত্যজীবন যাপন করবেন। ১৯২৭ থেকে বিচিত্রা-য় প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর ভ্রমণকাহিনী পথে প্রবাসে। এই সাহিত্যকর্মটিই দ্রুত প্রতিষ্ঠা এনে দেয় তাঁকে। ১৯৩০ সালে শু করেন তাঁর প্রথম উপন্যাস সত্যাসত্য।
দীর্ঘ সাহিত্য জীবনে অন্নদাশঙ্করের গ্রন্থ সংখ্যা ১৬৫। এদের মধ্যে রয়েছে ২২টি উপন্যাস, ১২টি ছোটো গল্প সংকলন, ছড়া ও কবিতার বই ২৩টি, প্রবন্ধ, নিবন্ধও

গদ্য গ্রন্থ ৬১টি, ৬টি গ্রন্থ ভ্রমণকাহিনীর, কাব্যনাট্য চিঠিপত্র সংকলন, শিশু ও কিশোর সাহিত্য নিয়ে আরও অনেকগুলি গ্রন্থ। এছাড়া ওড়িয়া ভাষায় তিনটি এবং ইংরেজি ভাষায় ১১টি গ্রন্থ রয়েছে তাঁর। উপন্যাস সাহিত্যে ছয় খন্ডে সত্যাসত্য, তিন খন্ডে রত্ন ও শ্রীমতী এবং চার খন্ডে ত্রান্তদর্শী বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিক-এর মর্যাদা পেয়েছে। অন্নদাশঙ্কর-এর নিজের সাক্ষ্য অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথই তাঁকে ছড়া লিখতে অনুপ্রাণিত করেন। উড়কি ধানের মুড়কি (১৯৪২), রাঙা ধানের খৈ (১৯৫০), ডালিম গাছে মৌ (১৯৫৮), শালিধানের চিড়ে (১৯৭২), বিন্নি ধানের খৈ (১৯৮৯) প্রভৃতি সংকলনের ছড়াগুলি প্রায় প্রবাদের মতোই বাংলার ঘরে ঘরে জনপ্রিয়তা অর্জন করে নিয়েছে। তাঁর প্রবন্ধ সংকলনগুলি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রভাব সমন্বয়ী ভাবনা, অসামান্য পান্ডিত্য, ভারতবর্ষের মিশ্র সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িক সম্মিলনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং মুক্তচিন্তাচর্চার সোনালি ফসল। ভ্রমণকাহিনী হিসেবে পথে প্রবাসে নিজেই একটি রীতির জন্ম দিয়েছে।

বিদেশ ভ্রমণ ঃ ইংল্যান্ড, জাপান, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের আমন্ত্রণে ওই দেশগুলিতে যাত্রা।

বিভিন্ন পদ ঃ সাহিত্য অকাদেমির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, রবীন্দ্র পুরস্কার কমিটির সভাপতি, PEN-এর ভারতীয় শাখার সভাপতি, আমৃত্যু পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সভাপতি।

পুরস্কার ও সম্মাননা প্রাপ্তি ঃ সাহিত্য অকাদেমির সর্বোচ্চ সম্মান বিশিষ্ট সদস্যপদ ১৯৮৯ সালে। ১৯৬২ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ। ভারত সরকার তাঁকে প্রদান করেন পদ্মভূষণ সম্মান। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে রবীন্দ্র পুরস্কার (২০০০), নজল পুরস্কার (১৯৯৯) এবং বিদ্যাসাগর পুরস্কারে (১৯৮০) সম্মানিত করে। এছাড়া পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার, জগত্তারিনী স্বর্ণপদক, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বর্ণপদক, টেগোর সেন্টেনারি মেডেল। বিশ্বভারতী তাঁকে প্রদান করেন দেশিকোত্তম।
এছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী , বর্ধমান ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে সম্মানসূচক ডি. লিট প্রদান করে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com